বাংলা

শব্দ গঠন

প্রত্যয়, উপসর্গ, সমাস — শব্দতত্ত্ব

সন্ধি — ধ্বনিতত্ত্ব

শব্দ

নতুন শব্দ

উপসর্গ

অর্থ / উচ্চারণ

(i) উপসর্গ — অর্থহীন + অর্থবোধক — হাভাত, দুর্নীতি

(ii) প্রত্যয় — অর্থবোধক + অর্থহীন — মানবতা, দারিদ্র্য

(iii) সমাস — অর্থ + অর্থ — সিংহাসন, বিদ্যালয়

(iv) সন্ধি — সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য (ধ্বনি)

কোন নিয়মে গঠিত শব্দ

**শব্দের আদিস্বরের যদি পরিবর্তন হয়, তবে তা নির্দ্বিধায় প্রত্যয়ঘটিত শব্দ। যেমন- ইতিহাস+ ইক = ঐতিহাসিক।
**যদি অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তা সমাসযোগে গঠিত হবে। যেমন- বিদ্যালয় (পাঠের স্থান), নবান্ন (উৎসব)।
আর যদি আদিস্বরের পরিবর্তন না হয়, তবে তা নির্ণয়ে কিছু সূত্র মনে রাখতে হবে।
শব্দ গঠনের সূত্র- উপসর্গ > প্রত্যয় > সমাস > সন্ধি।
ক. উপসর্গ যোগে : পরি + অন্ত = পর্যন্ত, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ, সু + আগত = স্বাগত।
খ. প্রত্যয় যোগে : দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন, পতৎ + অঞ্জলি, তৎক্ষণ + ইক = তাৎক্ষণিক।
**তবে প্রত্যয়ের নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না এবং সাধারণত প্রত্যয়ের ফলে শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন ঘটে।
গ. সমাস যোগে : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, যশঃ + ইচ্ছা = যশোচ্ছা, ইতি + আদি = ইত্যাদি।
মূলকথা- যদি সন্ধির সাথে অন্যান্য টপিকের মিলে যায় তবে সন্ধির অবস্থান সবার শেষে হবে। এক্ষেত্রে উপসর্গ (যদি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়), প্রত্যয় (যদি দুটোই অর্থবোধক শব্দ না হয়), সমাস (যদি দুটোই অর্থবোধ শব্দ হয় এবং অর্থের প্রাধান্য থাকে)।
**আর যদি উপসর্গ+ অর্থবোধক শব্দ (অব্যয়ীভাব সমাস) হয় তবে সমাসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- হাভাত, দুর্নীতি।
অন্যদিকে উপসর্গ+ প্রত্যয়ঘটিত শব্দ যদি হয়, তবে উপসর্গকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- সুদর্শন, প্রচলন।

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

বাংলা

চর্যাপদ ও

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

চর্যাপদ

পা : প্রাচীনকালে যারা কবিতা বা পদ রচনা করতেন, তাদের সম্মান করে পাদ বলা হতো। এই পাদ> পা শব্দটি তৈরি হয়।

১৯১৬ সালে চর্যাপদ ও প্রাপ্ত পুঁথিগুলো একত্র করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। মুনিদত্ত চর্যাপদের পদগুলো সংস্কৃত টিকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।

চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধধর্মের গানের সংকলন (সাধন সংগীত)। বৌদ্ধধর্মের গূঢ়তত্ত্ব এতে তুলে ধরা হয়েছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali language (1926) গ্রন্থে চর্যাপদ আদি বাংলা ভাষায় রচিত বলে প্রমাণ করেন। এতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কথ্য ভাষার প্রভাব আছে।

আধুনিক ছন্দের বিচারে চর্যাপদ 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত। চর্যাপদে মোট ৫১টি পদ আছে। তবে মোট সাড়ে ৪৬টি পদ উদ্ধার করা হয়েছে। ২৩ নং পদটির শেষাংশ ও ২৪, ২৫, ৪৮ নং পদটি পাওয়া যায়নি। চর্যাপদে মোট ছয়টি প্রবাদবাক্য পাওয়া যায়।

সর্বজনবিদিত প্রথম খাঁটি বাংলা গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

চর্যাপদের ব্যাখ্যা করেন কে?

চর্যাপদ কীভাবে পাওয়া যায়?

পুরাতন পাণ্ডুলিপি এখন কোথায়?

নেপালে কেন পাওয়া যায়?

নব্য চর্যাপদ কী?

সান্ধ্য ভাষায় লেখার কারণ কী?

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

ইতিহাস

- ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ বলা হয়।
- ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের চেয়ে প্রাচীন।
- চর্যাপদের সূত্র : পাঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের পুত্র রাধাকিষণ ১৮৬৮ সালে ভারতের সকল পুঁথি সংরক্ষণের জন্য লর্ড লরেন্সকে অনুরোধ জানান। লরেন্স প্রাদেশিক গভর্নরদের সাথে পরামর্শ করে পুঁথি সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুঁথি সংগ্রহের কাজ শুরু করে। ১৮৮২ সালে তিনি The Sanskrit Buddhist Literature গ্রন্থে সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ভারততত্ত্ববিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এই দায়িত্ব দেয়। তিনি পুঁথি সংগ্রহের জন্য ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে নেপালে যান। ১৯০৭ সালে (তৃতীয় অনুসন্ধানে) নেপালের 'রাজ-দরবারের গ্রন্থাগার' থেকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।
  বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাগীতিকোষ'। নাথগীতিকার উদ্ভব ঐ সময়েই হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু 'নাথগীতিকা' সংক্রান্ত কোনো পুস্তক পাওয়া যায়নি। 'চর্যাগীতিকোষ' নাম থেকেই বুঝা যায়, এটি প্রাচীন যুগে লেখা কয়েকজন কবির 'গীতবিতান'। 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের পূর্বে ঐতিহাসিকরা মনে করতেন যে, ময়না-মতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন, রূপকথা ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন দৃষ্টান্ত। কিন্তু ১৯০৭ সালে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **চর্যাপদ যে সময় লিখিত-**

  চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন- ৬৫০ সালে এটি রচিত হয়। কিন্তু ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, ৯৫০ সালে চর্যাপদ রচিত হয়। প্রায় সব পণ্ডিতই সুনীতিকুমারকে সমর্থন করেন।

- **চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ-**

  পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। পাল আমলেই চর্যাপদ রচনার কাজ শুরু হয়। পাল আমলের শুরুর দিকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। একসময় অরাজক 'মাৎস্যন্যায়' পরিস্থিতি দেখা দেয়। পালদের পরে বাংলায় আসে সেন বংশ, যারা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এমন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে চলে গিয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেপাল তখন বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল।

- চর্যাপদসহ মোট চারটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। যথা-

  ১. চর্যাপদ ২. সরহপা দোহা

  ৩. কৃষ্ণপার দোহা ৪. ডাকার্ণব (গ্রন্থগুলোর মধ্যে কেবল চর্যাপদের ভাষাই বাংলা)

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **সান্ধ্য ভাষা :** যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি ও যে ভাষার অর্থ একাধিক, তাকে পণ্ডিতরা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।
- **সহজিয়া সম্প্রদায় :** কায়িক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক কোনো পথকেই যারা অস্বীকার করেন না তাদের সহজিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বর্তমানে বাউলদের চিন্তার সাদৃশ্য আছে।
- **চর্যাপদের ভাষা ও সান্ধ্য ভাষার ব্যবহার**

  চর্যাপদের ভাষা মূলত বাংলা। দশম শতাব্দীর দিকে মাগধী অপভ্রংশ সামান্য বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় রূপলাভ করলে সিদ্ধাচার্যগণ পদগুলো রচনা করেন। এর বেশিরভাগ শব্দই মাগধী অপভ্রংশজাত।

  চর্যাপদের ভাষা ছিল রহস্যময়। কিছুটা বুঝা গেলেও বাকিটুকু থেকে যেত অস্বচ্ছ। এজন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে 'সান্ধ্যভাষা' বলে মন্তব্য করেছেন।

  এমন দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহারের একটি কারণ ছিল। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ফলে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূল ব্যক্তি বা গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কবিরা এই রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা ও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর আবিষ্কৃত চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদের কারণেই আমরা চর্যার আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ সম্পর্কে অনেকটা জানতে পারি। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদক কীর্তিচন্দ্র।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- **চর্যাপদের কবিতা ও কবির সংখ্যা-**
  সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদে গানের সংখ্যা **৫১টি**। কারণ, মুনিদত্তের মতে একটি পদ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যায় গানের সংখ্যা ৫০টি। চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যায় বলে এই মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে।
- **চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি :** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপিটি নেপালের রাজদরবারে যথাসময়ে ফেরত দেন। ১৯৬৫ সালে নীলরতন সেন ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ সম্পাদনা করে। ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি রাজদরবারের গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটি জাদুঘরে পরিণত হয়। এই বইগুলো নেপালের জাতীয় আর্কাইভে নেওয়া হলেও চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায়নি।
- **চর্যাপদে চিত্রিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠি :** মাঝি (কামালি), শিকারি (অহেরী), বেশ্যা (দারী), নেয়ে (নোবাহী)। এছাড়াও ডোমিনীর নগরে তাঁত ও চেঙা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখ আছে। চর্যাপদে কাপালি, যোগী, পণ্ডিত, শিষ্য ইত্যাদি জীবনগোষ্ঠীর কথা আছে।
- **চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ** (Mystic Poetry of Bangladesh) **করেন : হাসনা জসিমউদ্‌দীন মওদুদ** (কবি জসিমউদ্‌দীনের কন্যা)।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- চর্যাপদ রচনার সময় বাঙালি জীবনের মূল অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি ছিল কৃষিভিত্তিক।
- বিশ্বের একমাত্র চর্যাকার (সম্পূর্ণ চর্যাপদ মুখস্থ) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকেরুল ইসলাম কায়েস।
- ১৯৬৩ সালে শশীভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাইভূমি থেকে ২৫০টি পদ আবিষ্কার করেন। ১৯৮৮ সালে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নবচর্যাপদ' নামে ৯৮টি পদ সংকলন করে প্রকাশ করেন। পদগুলোর রচনা ১২-১৬ শতকের মধ্যে ধারণা করা হয়।
  সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, চর্যাপদ কেবল প্রাচীন যুগে না, মধ্যযুগেও রচিত হয়েছে। ২০১৭ সালে ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ নতুন চর্যাপদ নামে ৩৩৫টি পদের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন ঢাকা থেকে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বিতর্কের বিষয়

বিতর্কের বিষয়	পণ্ডিতগণ	মত
পদকর্তার সংখ্যা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	২৩ জন
	ড. সুকুমার সেন ও অন্যান্য	২৪ জন
আদি চর্যাকার	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	শবরপা
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অন্যান্য	লুইপা
রচনার কাল	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৬৫০
	ড. সুনীতিকুমার ও অন্যান্য	৯৫০
ভাষা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বঙ্গ কামরূপী
	সুনীতিকুমার ও অন্যান্য	বাংলা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ

- ক. আপণা মাংসে হরিণা বৈরী (নিজের মাংসের কারণেই হরিণ সকলের শত্রু)
  খ. হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন (হাতের কঙ্কন দেখার জন্য আয়নার দিকে তাকিও না)
  গ. হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী (হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন অতিথি আসে)
- ঘ. আণ চাহন্তে আণ বিণঠা (এক চাইতে আরেক বিনষ্ট হলো)
- ঙ. বর সুণ গোহালী কি মো দুধ বলদে (দুষ্ট বলদের চেয়ে বরং শূন্য গোয়াল ভালো)
- চ. দুহিল দুধু কি বেল্টে সামাই (দোয়ানো দুধ কী বাঁটে প্রবেশ করে)

- কুক্কুরীপার পা যে পদটি লিখেন : দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাও; রাতি ভইলে কামরু জাও (দিনে বউটি কাকের ভয়ে ভীত থাকে। রাত হলে সে কামরূপ যায়)। কুক্কুরীপাকে নারী বলে অনুমান করা হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ : কাব্য।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি : ছড়া।
- ১২০১-১৩৫০ সাল পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই অন্ধকার যুগকে সন্ধিযুগও বলা হয়।
- চর্যাপদ একই সাথে গান ও কবিতার সংকলন। বাংলা সাধন সংগীত শাখার সূত্রপাত ঘটে চর্যাপদ থেকে। তাই একে ধর্মজাতীয় গ্রন্থ রচনাও বলা যাবে।
- পাল আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়।
- চর্যাপদে উল্লিখিত জাতিগুলো- কাপালিক (কাপালি), বামহন (ব্রাহ্মণ), যোগী (জোই), ডোম্বী ইত্যাদি।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

পদকর্তার নাম	অন্য নাম	পদ সংখ্যা	অতিরিক্ত তথ্য
কাহ্নপা	কানুপা, কৃষ্ণাচার্য পাদ	১৩	চর্যাপদে সর্বাধিক পদ রচিয়তা ও শ্রেষ্ঠ কবি
ভুসুকপা	প্রকৃত নাম- শান্তিদেব/ শান্তিবর্মা	৮	দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদকর্তা। চর্যায় নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত পদ আজি ভূসু বঙ্গালী উইলী।
লুইপা		২	চর্যাপদের প্রথম পদকর্তা। এজন্য তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়। তাঁর ৪র্থ পদে পদ্মার (পঁউআ কালঁ) কথা আছে।
কুক্কুরীপা		৩	ধারণামতে তিনি আদি মহিলা কবি
সরহপা		৪	বাঙালি ও জাতিতে ব্যাধ ছিলেন। চর্যার প্রাচীনতম কবি।
শান্তিপা		২	
তন্ত্রীপা			তার কোনো পদ পাওয়া যায়নি

**ভুসুক নিজেকে ‘রাউতু ভুসুকু’ অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধ ব্যবসায়ী বংশের সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। ভুসুকুপা যোগী সাধক ছিলেন, তবে বৈরাগী ছিলেন না। তিনি জয়দেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নিজের কুটিরে সর্বক্ষণ গোপনে অধ্যয়ন করতেন। ভিক্ষুরা মনে করত যে, সে সর্বদা আহার ও নিদ্রায় সময় কাটায়। এজন্য ভিক্ষুরা তাঁকে ভুসুকু (ভু= ভক্ষণ, সু= সুপ্তি, কু=কুটির) নামে ডাকতেন।

বাংলা

জানার আছে অনেক কিছু

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

গুরুত্বপূর্ণ

- **ইন্দো-ইউরোপীয় :** পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে কয়েকটি ভাষাবৃক্ষে বিভক্ত করা হয়। এ ভাষাবৃক্ষগুলোর মূলভাষার একটি ইন্দো-ইউরোপীয়। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সব ভাষাকে এই ভাষাবংশের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- **কিউনিফর্ম লিপি :** কিউনিফর্ম লিপির অপর নাম কীলকাক্ষর লিপি বা বাণমুখ লিপি। এর অর্থ গোঁজ আকৃতি। এই লিপির আকৃতি কীলক বা ছোট্ট তীরের মতো হওয়ায় এই লিপিকে বানমুখ লিপি বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রাচীনতম লিপির মধ্যে এটি একটি। সুমেরিয়ানরা এই লিপি আবিষ্কার করে। এই প্রাচীনতম লিপি বাম থেকে ডান দিকে লেখা হত।
- **লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা :** ভিন্ন মাতৃভাষাবিশিষ্ট দুজন মানুষের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষা। সাধারণত ভাষাটি দুই ব্যক্তির মাতৃভাষার চেয়ে ভিন্ন তৃতীয় একটি ভাষা। একে কার্যকরি ভাষা বা সংযোগস্থাপনকারি ভাষাও বলা হয়।

MPBIAN

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **পিজিন (Pidgin) :** ইংরেজি (Business) শব্দটি চিনা ভাষায় হল পিজিন। আর তার থেকে এমন বিকৃত উদাহরণের ইংরেজি ভাষার নাম হয় পিপিন ইংলিশ। প্রধানত বাণিজ্যের জন্য যখন দুটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক দুটি ভাষার মিশ্ররূপ ব্যবহার করে তখন তাকে পিজিন বলা হয়। পিজিনকে যোগাযোগের ভাষা বলা হয়। মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অল্প কথাবার্তা বলা থেকেই পিজিনের জন্ম।
- **সান্ধ্য ভাষা :** বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ যে ভাষায় লেখা হয়েছে তা সান্ধ্য ভাষা নামে পরিচিত। সান্ধ্য কোনো ভাষার নাম না হলেও দুর্বোধ্যতার কারণে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই ধরনের ভাষারীতিতে শব্দের দুটি অর্থ থাকে- একটি তার সাধারণ অর্থ, অন্যটি নিগুঢ় অর্থ।
- **অপভ্রংশ :** সাধুভাষা থেকে ভ্রষ্ট বা বিকৃতভাবে উচ্চারিত শব্দই অপভ্রংশ। বৈয়াকরণ পতঞ্জলির মতে, 'বিশেষ ভাষার বিচ্যুত বা বিকৃত ভাবই অপভ্রংশ।' ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অপভ্রংশের বিস্তারকাল ধরা হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- কৃত্রিম ভাষা (Esperanto) : প্রচলিত ভাষাগুলির বাইরে মনগড়া শব্দ ও পদ দিয়ে তৈরি ভাষাকে বলা হয় কৃত্রিম ভাষা। কৃত্রিম ভাষা দুই প্রকার। যথা-

ক. কোনো নির্দিষ্ট দলের মধ্যে ব্যবহৃত গোপন ভাষা : ছোট ছোট শিশুরা যেমন বিভিন্ন ধ্বনির পরিবর্তন করে নিজেদের মধ্যে বার্তা বিনিময় করে।

খ. সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভাষা : শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের সর্বজনীন ভাষা সম্ভাবনার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দেকার্ত (Descartes) ১৬২৯ সালে। এরপর জার্মান পাদ্রী শ্লেয়ের আবিষ্কৃত ভোলাপ্যুক। পরবর্তীতে পোল্যান্ডের অধিবাসী ড. জামেনহফ (L. L. Zamenhof) উন্নততর সর্বজনীন ইউরোপীয় ভাষা গঠন করেন। তিনি এর নাম দেন এসপারেন্টো (Esperanto)। এ ভাষার গঠন খুব সহজ। এ ভাষার শব্দ প্রধানত গ্রিক ও ল্যাটিন এবং জার্মান ভাষার ব্যাকরণ অনুকরণে গঠিত। রুশ ভাষায় 'এসপারেন্টো' অর্থ আশাবাদী।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- হাত, চোখ, মাথা প্রভৃতি অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে Para Language বলে।
- মূক বধিরদের ভষাকে সাংকেতিক ভাষা বা Sign Language বলা হয়।
- হাত দিয়ে কথা বলার পদ্ধতিকে Paget-Gorman বলা হয়।
- আঙ্গুল দিয়ে কথা বলার পদ্ধতিকে Dactylolog বলা হয়।
- বিমিশ্রণ : অনেক সময় কোনো একটি শব্দের সাদৃশ্যে এসে অপর কোনো শব্দের রূপের পরিবর্তন ঘটে। বহু শব্দের সাদৃশ্যে না হয়ে যদি একটি মাত্র শব্দের প্রভাবে অপর কোনো শব্দের রূপের পরিবর্তন ঘটে তকে তাকে বিমিশ্রণ বলে। যেমন- পর্তুগিজ 'আনানস' থেকে বাংলায় 'আনারস', ইংরেজি Lemon Juice থেকে 'লেমনচুস'।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাংলা ছাপাখানা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- জার্মানির জোহান্স গুটেনবার্গ ১৪৫৪ সালে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র তথা ছাপাখানা আবিষ্কার করলে এক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে মুদ্রণ শিল্পের অভাবনীয় প্রসার ঘটে। ১৫৫৬ সালে ভারতের গোয়ায় পর্তুগীজদের হাত ধরে ছাপাখানার আবির্ভাব হয় (পর্তুগীজ ভাষায়) এবং ছাপাখানা থেকে ভারতের প্রথম প্রিন্টেড বই Conclusões e outras coisas প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৭ সালে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশ করেন A Grammar of the Bengal Language। মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফে বাংলা মুদ্রণের সেটাই সূচনা।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- বাংলা মুদ্রণ ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের অবদান আলাদা করে বলতে হয়। উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ডের মতো কিছু উৎসাহী ব্যক্তি ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা থেকে ধর্মপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানাটির সঙ্গে ইংরেজদের পাশাপাশি দুজন বাঙালির নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমজন পঞ্চানন কর্মকার আর দ্বিতীয়জন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। গঙ্গাকিশোর প্রথম বাঙালি প্রকাশক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। গঙ্গাকিশোর কলকাতায় 'বাঙ্গালী প্রেস' নামের একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' তাঁরই ছাপাখানা থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- পূর্ববঙ্গে মূলত ছাপাখানার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৪৭ সালে রংপুরে 'বার্তাবহ যন্ত্র' মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে। এটিই বাংলা ভূখণ্ডে প্রথম ছাপাখানা। এখান থেকে রংপুর বার্তাবহ পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। সর্বপ্রথম আলেকজান্ডার ফারকেখ নামে জনৈক ইংরেজ ১৮৫৬ সালে ঢাকায় ছাপাখানা স্থাপন করেন। ছাপাখানাটির নাম ছিল 'ঢাকা প্রেস'। অবশ্য এই প্রেসে বাংলা মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখান থেকে 'ঢাকা নিউজ' নামে ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- ১৮৬০ সালে ঢাকায় কিছুটা বড় আঙ্গিকে একটি বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে এর পরিচিতি ছিল। এই ছাপাখানা তখন ঢাকায় সাহিত্য চর্চায় বিশেষ প্রণোদনা দিয়েছিল। এখান থেকে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' ছাপানো হয়। ঢাকার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতা কুসুমাবলী' এখান থেকেই ছাপানো হত। বিখ্যাত সংবাদ সাময়িকী 'ঢাকা প্রকাশ' এই ছাপাখানা থেকেই ছাপানো হত। ১৮৬৬ সালে ঢাকায় তিনটি ছাপাখানা ছিল। অন্য একটি ছাপাখানা ছিল ফরিদপুরে এবং সেখান থেকে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার বের হত।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Thank You